نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

মহানবী (সা.) -এর ঐশী প্রেমের ঈমান উদ্দীপক স্মৃতিচারণ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ১৬ জানুয়ারি, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: বিগত একটি খুতবায় আমি মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের আলোকে তাঁর খোদা প্রেমের দিকটি উল্লেখ করেছিলাম। আজ এ সম্পর্কে আরও কিছু বিস্তারিত বর্ণনা করব।

যৌবনকালে এবং নবুয়্যতের দাবির পূর্বেও মহানবী (সা.)-এর মাঝে খোদা প্রেমের এমন এক প্রবল উচ্ছাস ও উদ্দীপনা ছিল যে, এ কারণে তিনি (সা.) ব্যাকুল হয়ে নির্জন গুহায় চলে যেতেন এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে একান্ত আলাপে নিমগ্ন হতেন। এই ভালোবাসা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন:

আসল কথা হলো, যখন আল্লাহ্‌র সাথে নিবিড় সম্পর্ক এবং আধ্যাত্মিক স্বাদ তৈরি হয়, তখন দুনিয়া ও দুনিয়াদারদের প্রতি এক ধরণের অনীহা জন্মে। তখন মানুষ স্বাভাবিকভাবেই নির্জনতা পছন্দ করে। মহানবী (সা.)-এর অবস্থাও এমনই ছিল। তিনি আল্লাহ্‌র প্রেমে এতটাই নিমগ্ন ছিলেন যে, সেই নির্জনতার মাঝেই তিনি পরম আনন্দ খুঁজে পেতেন। এমন এক জনমানবহীন ও দুর্গম স্থানে যেখানে কোনো আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা ছিল না এবং যেখানে যেতে ভয় লাগে, সেখানে তিনি একাকী দিনের পর দিন ও রাতের পর রাত অতিবাহিত করতেন। এ থেকে বোঝা যায় তিনি কত বড় সাহসী ও বীর ছিলেন। আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক যখন খুব গভীর হয়, তখন মানুষের মনে অসীম সাহসিকতা জন্ম নেয়। এই কারণেই একজন প্রকৃত বিশ্বাসী কখনো কাপুরুষ হয় না; বরং জাগতিক মানুষরাই ভীতু হয়, তাদের মধ্যে প্রকৃত সাহসিকতা থাকে না।

হুযূর আনোয়ার (আই.) হেরা গুহায় মহানবী (সা.)-এর ইবাদতের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন:

আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর অনুগ্রহ লাভকে মানুষের চেষ্টা ও কঠোর সাধনার ওপর নির্ভরশীল করেছেন। এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর জীবনধারা আমাদের জন্য একটি আদর্শ ও চমৎকার উদাহরণ। সাহাবীদের জীবনের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে দেখুন-তাঁরা কি কেবল সাধারণ কিছু নামাযের মাধ্যমেই সেই উচ্চ মর্যাদা অর্জন করেছিলেন? না, বরং তাঁরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেদের জীবনেরও পরোয়া করেননি। তাঁরা ভেড়া- ছাগলের মতো অকাতরে আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছিলেন; তবেই তাঁরা এই মহান সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আমরা এমন অনেক মানুষ দেখি যারা চায় যেন কেবল একটি ফুঁ দিয়েই তাদের উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয় এবং আল্লাহ্‌র সিংহাসন (আরশ) পর্যন্ত তাদের পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

তিনি (আ.) আরও বলেন, **আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর চেয়ে মহান আর কে হতে পারেন? তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ মানব এবং সমস্ত নবী ও রসূলদের মাঝে সর্বোত্তম। যখন তিনি নিজেই কেবল ফুঁ দিয়ে এসব কাজ হাসিল করেননি, তখন অন্য আর কে আছে যে তা করতে পারবে? দেখুন! হেরা গুহায় তিনি কতই না কঠোর সাধনা করেছেন। খোদা জানেন কত দীর্ঘ সময় ধরে তিনি বিনয় ও কান্নাকাটিসহ প্রার্থনা করেছেন। আত্মশুদ্ধির জন্য তিনি কতই না আত্মত্যাগ এবং কঠোর পরিশ্রম করেছেন; এরপরই আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তাঁর ওপর বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ নাযিল হয়েছে।**

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্‌র প্রেমে মহানবী (সা.)-এর নামাযের অবস্থা এমন ছিল যে- **হযরত মুতাররিফ (রা.)** তাঁর পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন: আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে এলাম এবং দেখলাম তিনি নামায পড়ছেন। তাঁর বুক থেকে আগুনের ওপর টগবগ করে ফুটতে থাকা হাঁড়ির মতো শব্দ আসছিল। তিনি এত বেশি কাঁদছিলেন এবং কাতরভাবে প্রার্থনা করছিলেন যে, মনে হচ্ছিল যেন হাঁড়িতে পানি টগবগ করে ফুটছে।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি এত বেশি ইবাদত করতেন এবং ইবাদতের সময় এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যে তাঁর পা ফুলে যেত।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) মহানবী (সা.)-এর আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁর ইবাদত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এক জায়গায় বলেন: হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, যখন মহানবী (সা.) তাঁর জীবনের শেষ রোগশয্যায় ছিলেন, তখন চরম দুর্বলতার কারণে তিনি নিজে নামায পড়াতে সক্ষম ছিলেন না। তাই তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-কে নামায পড়ানোর নির্দেশ দেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এই নির্দেশ দেওয়ার পর যখন তিনি অসুস্থতায় কিছুটা স্বস্তি বোধ করলেন, তখন তিনি দুজন মানুষের ওপর ভর দিয়ে নামায পড়ার জন্য বের হলেন। হযরত আয়েশা (রা.) আরও বলেন, সেই দৃশ্যটি এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে যে, প্রচণ্ড ব্যথার কারণে মহানবী (সা.)-এর পা দুটো মাটির ওপর দিয়ে ঘষটে যাচ্ছিল।

এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, রোগ যত মারাত্মকই হোক না কেন, তিনি কখনও আল্লাহ্ তা'লার স্মরণ ভুলে যেতেন না। সাধারণত দেখা যায় যে, মানুষ সামান্য একটু কষ্ট পেলেই সব ইবাদত ভুলে যায়। নিঃসন্দেহে আপাতদৃষ্টিতে এটি একটি সাধারণ বিষয় মনে হতে পারে, কিন্তু মহানবী (সা.) যে কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন তা একটু চিন্তা করে দেখুন। এরপর আল্লাহ্‌র স্মরণের প্রতি তাঁর সেই প্রবল আগ্রহ ও আকুলতা দেখুন যার বশবর্তী হয়ে তিনি দুজনের কাঁধে হাত রেখে নামায পড়তে আসলেন। তখন বুঝতে পারবেন যে, এটি কোনো সাধারণ ঘটনা ছিল না, বরং তাঁর অন্তরে আল্লাহ্‌র স্মরণের যে গভীর ব্যালংলতা ছিল-এটি ছিল তারই এক উজ্জ্বল প্রতিফলন।

যেকোনো বিচক্ষণ ব্যক্তিই বুঝতে পারবেন যে, আল্লাহ্‌র স্মরণই ছিল মহানবী (সা.)-এর আত্মার খোরাক এবং এটি ছাড়া তিনি তাঁর জীবনে কোনো আনন্দ খুঁজে পেতেন না। এই বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেই তিনি বলেছিলেন যে, যেসব জিনিসকে আমি ভালোবাসি, তার মধ্যে একটি হলো- قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ অর্থাৎ নামাযের মাধ্যমেই আমার চোখ স্নিগ্ধতা লাভ করে।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, মানুষ প্রশ্ন করে-এমনকি আজকালকার শিশু ও কিশোররাও প্রায়ই জিজ্ঞাসা করে-সৎকাজ আসলে কী এবং কীভাবে বোঝা যাবে যে আল্লাহ্‌তা'লা সন্তুষ্ট হয়েছেন? আল্লাহ্‌তা'লা তখনই সন্তুষ্ট হন যখন কোনো ভালো কাজ করা হয় এবং তা কেবল তাঁরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়। মানুষ নিজেই নিজের অবস্থা পর্যালোচনা করতে পারে। এজন্য বাইরের কাউকে বিচারক বানানোর প্রয়োজন নেই। মানুষ নিজেই বুঝতে পারে যে, সে যেসব ভালো কাজ করছে তা যদি কেবল আল্লাহ্‌র জন্য হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই তা পছন্দ করবেন।

মহানবী (সা.)-এর ইবাদত ছিল অবিচ্ছিন্ন এক ধারার মতো। সময়ের সাথে সাথে এই ব্যাকুলতা আরও বৃদ্ধি পেত। এরপর তিনি তাঁর প্রভুর ইবাদতে এমনভাবে নিমগ্ন হতেন এবং এই নিভৃত আলাপের ধারা এতটাই দীর্ঘ হতো যে, প্রায়শই ইবাদত করতে করতে তাঁর পা ফুলে যেত। সাহাবীগণ নিবেদন করতেন, **'হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনার এত বেশি ইবাদত করার কী প্রয়োজন? আপনার তো সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।'** এর উত্তরে তিনি কেবল এটাই বলতেন, **তবে কি আমি কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?**

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন-সুবহানাল্লাহ্! কী অসাধারণ সেই প্রেম, কী গভীর ছিল সেই অনুরাগ! তিনি যখন আল্লাহ্‌র স্মরণে দাঁড়াতেন, তখন নিজের শরীরেরও কোনো খেয়ালই থাকত না। যে কষ্ট সাধারণ মানুষকে অস্থির করে দেয় এবং যা দেখলে অন্য মানুষ ব্যথিত হয়, সেই কষ্ট তাঁর ওপর কোনো প্রভাবই ফেলত না। কতই না নিষ্ঠাপূর্ণ এবং কৃতজ্ঞতায় ভরা এই উত্তর, যা তাঁর পবিত্র হৃদয়ের অনুভূতিগুলোকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলে।

এরপর এই ধারাবাহিকতায় হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন যে, তিনি (সা.) কীভাবে নিজের কাজকর্মে নিমগ্ন থাকতেন-তা এমন ছিল না যে শুধু ইবাদত করলেন আর বাকি কাজ শেষ হয়ে গেল। বরং সারাদিনও তিনি আল্লাহ্ তা'লার নাম প্রচার এবং তাঁর আনুগত্য ও আদেশ পালন প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকতেন।

এই মানদণ্ড উল্লেখ করে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: সুতরাং আমাদের উচিত মহানবী

(সা.)-এর আদর্শ অনুসরণ করে নামায ও ইবাদতের ক্ষেত্রে এই মান অর্জন করার চেষ্টা করা; তবেই আমরা প্রকৃত মুসলমান হিসেবে গণ্য হতে পারি।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বর্ণনা করেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) হযরত মীর নাসির নওয়াব সাহেব (রা.)-কে এক পত্রে লিখেছিলেন: "আপনি আপনার কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে যা জানতে চেয়েছেন, তার উত্তর হলো-মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত অনুসরণের প্রতি অনুরাগী হোন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) যেসব কাজের প্রতি অত্যন্ত ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন, তা মূলত দুটি: একটি হলো নামায এবং অন্যটি হলো জিহাদ। নামাযের ব্যাপারে মহানবী (সা.) বলেছেন, 'নামাযেই আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে'। তিনি (আ.) আরও বলেন, বর্তমান যুগে জিহাদ আধ্যাত্মিক রূপ ধারণ করেছে। এই যুগের জিহাদ হলো ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা-আল্লাহ্ তা'লা দুনিয়াতে অন্য কোনো অবস্থা প্রকাশ না করা পর্যন্ত এটিই হলো প্রকৃত জিহাদ।

হুযূর আনোয়ার (আই.) এ বিষয়ে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন: আমরা যদি এই জিহাদে অংশ নিতে চাই, তবে আমাদের আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা এবং দোয়ার দিকেও মনোযোগ দিতে হবে। আমাদের ইবাদতগুলোর প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। যদি আমরা মহানবী (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণ করে এই কাজগুলো করি, তবেই আমাদের কাজে বরকত আসবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সেই তৌফিক দান করুন।

সবশেষে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজ বাংলাদেশে জামা'তের জলসা হচ্ছে। সেখানে বেশ বিরোধিতা হয়ে থাকে। তাদের জন্যও দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে নিজের হেফাজতে রাখেন এবং তাদের জলসা অত্যন্ত মঙ্গল ও সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)

16 January 2026

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in